আবেগ দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে দেখুন

“ আপনি বিদেশে থাকেন, লেখক, নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের লেখা নেই।

লিখেছেন সরকার উন্নয়ন নিয়ে কটাক্ষ করে, কোথায় চাল চুরি হয়েছে, অতি সুক্ষ অনিয়মগুলোও আপনার বাইনোকুলারে ধরা পড়ে যায়। কই ছিলেন আপনি ২০১০ সালের আগে। তখন কি আপনার বিবেকবোধ মনে হয় মায়ের গর্ভে ছিল। যেই না আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো, সাথে সাথে আপনার বিবেকবোধ প্রসব করিলো। যা মনে আসে, যা মনে আসে তাই বলে ফেলেন। আবার বলেন বাক স্বাধীনতার কথা।

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?
আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৫,১৭। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল। আপনারা বলছেন, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি,

আমার প্রশ্নঃ
তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয়

নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? সব লুট হলে প্রবৃদ্ধি বাড়ে কিভাবে। দেশের রিজার্ভ এখন কতো জানেন কি?

বলেন কি!
এসব নাকি কালের বিবর্তনে।আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত কালের বিবর্তনে কোন উন্নয়ন আপনার চোখে পড়েছে। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ যে পরিমান বিদ্যুৎ রেখে গিয়েছিলো, কালের বিবর্তনে তা কমে গেছিলো। দেশ অন্ধকারে ছিল, হারিকেন জ্বালাতেন।

মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে?

গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে? টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। আগের টেন্ডারবাজীর চিত্রগুলো কি আবার মনে করিয়ে দিতে হবে? বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃস্টি হয়েছে। বুঝতে হবে আমেরিকায় থাকেন, এই দেশের আমরা কিন্তু আমেরিকানদের মতো না। ১০ বছরে দেশ ইউরোপ আমেরিকা বানানো সম্ভব না।

The Rome was not build over night. আমেরিকায় আছেন, ওখান ত্রান পাঠালে ত্রান চূরি হবে কি হবে না তা আর বুঝতে বাকি নাই। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় লুটপাট হতে দেখেছি। যা আমার দেশেও হয় না।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? আওয়ামী লীগ করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। হাই ওয়েগুলোর দিকে তাকান, পরিবর্তন চোখে পড়ে না? বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি ছুতে পারি, স্বচক্ষেও দেখতে পারি নি। স্বচক্ষে দেখেছি এটার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ হাসিনাকে। দেশ যা কল্পনাও করতে পারি নি, হাতিরঝিল প্রকল্প, মেট্রো রেল, পদ্মা সেতু, কর্নফুলী ট্যানেল, বিদ্যুৎ বিপ্লব, পারমাণবিক প্রকল্প, আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর, ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া, এলএনজি গ্যাস, আর দুটি সমুদ্র বন্দর, ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। কল্পনা করেছিলেন শেখ হাসিনা, বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছেন।

কেউ কি আমাকে দেখাতে পারবেন, শেখ হাসিনার মতো আর একজন স্বপ্নবাজ

ভিশনারী নেতা যা মাথায় এমন একটি মেগা প্রকল্পের চিন্তা এসেছে বা আসতে পারে? সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ। বুঝলাম আওয়ামী লীগ খারাপ, বিকল্পের নাম বলুন। সমাধানের কথা বলুন। দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ, না হলে আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনিও কোন দলের দলকানা।

লেখক: সদস্য,প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

মেহেরপুরে ডিজিটাল প্রাইমারি ইডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ডিজিটাল প্রাইমারি ইডুকেশন (DIGITAL PRIMARY EDUCATION, MEHERPUR) নামের ইউটিউব চ্যানেল এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাক আল-হোসেন, জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন প্রমুখ।

মেপ্র/এনএফআর

কুষ্টিয়ায় বাড়ছেই চালের দাম

কুষ্টিয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে সকল ধরনের চালের দাম। এক বছরের ব্যবধানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি সর্বনিম্ন ৮ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। ঈদুল ফিতরের আগে দাম কিছুটা কমলেও ঈদের পর থেকে কয়েক দফায় বেড়েছে চালের দাম। দাম বাড়ার এ প্রবণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

চিকন থেকে মোটা ও মাঝারি সব ধরণের চালের দাম বেড়ে গেছে। ধানের বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চালের দাম। মিল মালিকরা বলছেন-ধানের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে চালের দাম বাড়ছে।

খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, গত বছর জুনে যে চালের কেজি ছিল ৩২ থেকে ৩৩ টাকা সেই চাল এ বছরে একই সময়ে ৪৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গত দুই বছরের মধ্যে এবারই চালের দাম সব থেকে বেশি।

চাল ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, আমন মৌসুমের আগ পর্যন্ত চালের বাজারে দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। করোনা পরিস্থিতির কারণে বাইরে থেকে সহজেই চাল আমদানি করা যাবে না মনে করে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী, ফড়িয়া ও আড়তদাররা ধান-চাল মজুত করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মিল মালিক, কৃষক ও খাদ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রমজানের মধ্যে সারা দেশে পুরোদমে বোরো ধান কাটা শুরু হয়। নতুন ধান মিলগুলোতে আসায় চালের বাজার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ঈদের আগ পর্যন্ত মিনিকেট, কাজললতা, বাসমতি, আঠাস ও মোটা জাতের চালের বাজার কেজিতে মিল গেটে ৩ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত কমে যায়। তবে ঈদের পরের চিত্র একেবারে আলাদা।

চাল কল মালিক সমিতির নেতা দাদা রাইস মিলের অন্যতম স্বত্বাধিকারী জয়নাল আবেদিন প্রধান বলেন, ঈদের আগে কুষ্টিয়ার মিলগুলো পুরোপুরি চালু হলেও নওগাঁ, দিনাজপুরসহ অন্যান্য জেলার মিলগুলো পুরো দমে উৎপাদনে ছিল না। ঈদের পর সব জেলার মিলগুলো পুরো দমে উৎপাদনে গেছে। প্রচুর ধান কিনছে মিল মালিকরা। ছাঁটাই ও বিপণন কার্যক্রম চলছে জোর গতিতে। ঈদের আগে ধানের যে দাম ছিল তার তুলনায় এখন দাম অনেক বেশি।

তিনি জানান, সব জাতের ধান মণ প্রতি ২৫০ টাকা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আঠাশ, কাজললতা ও মিনিকেট (সরু) জাতের ধানের বাজার এখন অনেক বেশি। যে ধান গত বছর এই সময়ে ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা মণ ছিল এখন তা হাজারে ঠেকেছে। পাশাপাশি সরু ধান গত বছর এই সময়ে ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হলেও এখন ১ হাজার ১০০ টাকার বেশি বিক্রি হচ্ছে। ধানের দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পৌর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান জানান, ঈদের আগের তুলনায় এখন বাজার চড়া। করোনার কারণে বাইরে থেকে চাল আনা সহজ হবে না এমনটা আঁচ করতে পেরে সুযোগ সন্ধানিরা এবার প্রচুর ধান ও চাল কিনে মজুত করেছে। যাতে সময় বুঝে তা বাজারে ছেড়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

তিনি বলেন, যে মিনিকেট চাল ঈদের আগে প্রতি কেজি ৪৫ টাকা ছিল তা এখন ৫০ টাকা, আঠাস ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৪৬ টাকা, কাজললতাও একই দামে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি যে মোটা চাল ৩০ টাকা ছিল তার দামও বেড়ে গিয়ে এখন ৪০ টাকায় ঠেকেছে।

খাজানগর মোকামের মিলারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বছরের তুলনায় এবার চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। যার আঁচ ইতোমধ্যে বাজারে পড়েছে। চালের বাজার শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে সর্বত্রই এ নিয়ে আলোচনা চলছে।

গত বছর জুনে খাজানগর চালের মোকামে সরু চালের দাম মিলগেটে ছিল ৪০ থেকে ৪২ টাকা। যে আঠাশ ও কাললতা চালের কেজি ছিল ৩২ থেকে ৩৩ টাকা তা এখন ৪৪ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর মোটা পারিজা জাতের চালের দাম ছিল ২০ থেকে ২২ টাকার মধ্যে তা এখন ৩৭ থেকে ৩৮ টাকা মিলগেটেই বিক্রি হচ্ছে।

মিলাররা জানান, খোলা বাজারে ধান ও চালের বাজার বেশি হওয়ায় এ বছর বোরো ধান সংগ্রহ অভিযান অনেকটায় থমকে গেছে। সরকারি গোডাউনে কৃষক ও মিলররা ধান-চাল দিতে পারছেন না। মোটা চালের দাম সরকার ৩৬ টাকা নির্ধারণ করলেও তা এখন বাইরে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ৪ টাকা লোকসানে কোনো মিলার চাল দিতে চাইছে না। পাশাপাশি বাইরে বেশি দাম পাওয়ায় নানা ঝামেলার কারণে কৃষকরা গোডাউনে ধান দিতে চাচ্ছেন না। জেলায় এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ৩৪ হাজার টনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত মাত্র ১ হাজার টন চাল সংগ্রহ হয়েছে।

চালের দাম বাড়ার বিষয়ে বাংলাদেশ অটো রাইস মিলস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি দেশের শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী আব্দুর রশিদ বলেন, সিন্ডিকেট করে কোনো মিলার চাইলেও দাম বাড়াতে পারে না। এখন প্রতিযোগিতার সময়। ধানের বাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চালের বাজার বাড়ছে। দেশে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ১৫ ভাগ ধান নষ্ট হলেও বাম্পার ফলন হয়েছে। এতে অভ্যন্তরীণ বাজারে ধান ও চালের সংকট হবে না। তবে দামের হেরফের হবে। কৃষকরা ধানের ভালো দাম পাচ্ছেন। দাম আরও বাড়তে পারে। ধানের দাম বাড়লে সামনে চালের দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসারের সাথে ওসির সৌজন্য সাক্ষাৎ

গাংনীতে সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহি অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবায়দুর রহমান।

বুধবার বেলা বারোটার সময় উপজেলা নির্বাহি অফিসারের কার্যালয় এসে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে ফুল দিয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান ওসি ওবায়দুর রহমান।

এসময় গাংনী উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গাংনী থানা পুলিশের ভূমিকা ও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ গাংনী উপজেলার উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় নতুন ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনীতে নবাগত ইউএনও আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ যোগদান করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ।

সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ সাতক্ষীরা কলারোয়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহি অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ৩০ তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত। যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহি অফিসার কে গাংনী উপজেলা সর্বস্তরের জনগণ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মেপ্র/এমএফআর

দামুড়হুদায় অস্ত্র ও গুলি সহ ২ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা গ্রামে র্যাবের অভিযানে ভারতীয় অস্ত্র ও গুলি সহ ২ জনকে আটক হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ০৪:৫০ ঘটিকার দিকে গায়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৬, সিপিসি-২ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা এলাকায় অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় চলছে।

এমন খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করে ১ টি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটারগান, ২ রাউন্ড গুলি, ১ টি মোবাইল সেট এবং ২ টি সীম কার্ড সহ ২জন অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম (২৭), পিতা- সদর উদ্দিন ও

তরিকুল মন্ডল (৩৫), পিতা- মৃত আবদার আলী কে আটক করা হয়। আটককৃত অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুল চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের সদর উদ্দিন ও আব্দার আলীর ছেলে।

র্যাব-৬ জানান, বাংলাদেশকে অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যে জঙ্গী, সন্ত্রাস, খুন, ডাকাতী, ছিনতাই, অপহরণ ও মাদকের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি। গতকালই অস্ত্র ও গুলি সহ অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুলকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের বরাবর বিএনপি’র স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুরে কৃষকদের সাথে ধান ক্রয় ও ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করতে জেলা বিএনপি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। বুধবার জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বরাবর এই স্মারকলিপি প্রাদন করেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। জেলা প্রশাসনের মিডিয়া সেল জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মরকলিপি গ্রহন করে।

পরে সাংবাদিকদের সাথে মাসুদ অরুন ব্রিফিং করেন, এসময় তিনি বলেন, করোনা সংকট জনিতকারণে বাংলাদেশের কৃষক এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করছে। কৃষক নিদারুন কষ্টের মধ্যে কোন মতে ধান কাটা সম্পন্ন করেছে। উৎপাদন খরচের মধ্যে ধানের ন্যায্য ব্যবধান প্রতি মৌসুমেই কৃষকের জন্য এক নতুন সংকট তৈরি করে। ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষক ঋণে জর্জরিত হয়।

প্রতিবাদ করেও কোনরুপ প্রতিকার পায় না। গত বছর ধান ক্ষেতে আগুন জ্বালিয়ে মনের ক্ষোভ প্রশমন করেছিল কৃষক। করোনা পরিস্থিতিতে

দেশের খাদ্য সংকট তৈরি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। ন্যায্যমূল্য নরা পেয়ে কৃষক উৎপাদনের আগ্রহ হারালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। যার কারণে মানুষ না খেয়ে মরবে।

আমরা জাতীয়বাদী কৃষক দল মেহেরপুর জেলা শাখা মধ্যস্বত্ব ও সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ধান ক্রয় না করে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে মূল্য নিশ্চিত করার জন্য আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের বুড়িপোতায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আনসার শেখ
(৭৩) মৃত্যুবরণ করেছে। মঙ্গলবার রাত ৯ টায় নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নালিল্লাহী রাজিউন)। আনসার শেখ সদর উপজেলা বুড়িপোতা গ্রামের মৃত কাফিল উদ্দিনের ছেলে।

মৃত কালে তিনি স্ত্রী , এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য সুনামগ্রাহী রেখে গেছেন । বুধবার সকাল ১০ টায় বুড়িপোতা ইদগাহ ময়দানে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। পরে বুড়িপোতা কবর স্থানে দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গার্ড অব অনার প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা জেলা কমান্ডার বশির আহমেদ, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ্জামানসহ তার পরিবারের লোকজন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে আরো দুজন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: রফিকুল ইসলাম।

আক্রান্তরা হলেন,সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের নেছা খাতুন (৫০) ও শহরের কোর্ট পাড়ার মারফিয়া খাতুন (৫০)।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: রফিকুল ইসলাম জানান,করোনায় আক্রান্ত নেছা খাতুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। দুদিন আগে করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। এছাড়া শহরের কোর্ট পাড়ার মরফিয়া খাতুন তার নিজ বাড়িতে রয়েছেন সেখানে তার চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, মেহেরপুর জেলা থেকে ৫২ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুস্টিয়া ল্যাবে পাঠানো হয় সেখান থেকে দুজন করোনায় আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়। তিনি আরো জানান,মারফিয়া ও নেছা খাতুনের বাড়ি সহ পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

উল্লখ্য: মেহেরপুর জেলায় মোট করোনায় আক্রান্ত ৩২, সুস্থ্য ৭ ও মৃত্যু ২ জন।

মেহেরপুরে স্বাভাবিকভাবে আদালত

চালুর দাবিতে আইনজীবীদের মানববন্ধন

আগামি ১৫ জুন থেকে আদালত স্বাভাবিক ভাবে চালু করার দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন আইনজীবীরা।

মঙ্গলবার সকালে জেলা আইনজীবী সমিতি কার্যালয়ের সামনের সড়কে আইনজীবীরা এ কর্মসূচী পালন করেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সাধারণ সম্পাদক অ্যাড, আবু সালেহ মো: নাসিম, সাবেক সভাপতি অ্যাড. রহমতুল্লাহ, অ্যাড. মোখলেসুর রহমান, অ্যাড. আনোয়ার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আসাদুল আযম খোকন, অ্যাড. কামরুল হাসানসহ আইনজীবীরা অংশনেন।

মানববন্ধনে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ভার্চুয়াল কোর্টেও মাধ্যমে আদালত চালু রয়েছে। আমরা ওই পদ্ধতিকে আর না বাড়িয়ে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা মেনে আদালত চালু রাখার দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরো জানান, রংপুরের আইনজীবী আসাদুল হক হত্যা মামলার আসামিদেও দ্রুত আটক করায় রংপুরের পুলিশ সুপার ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত চার্জশিট প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের আওতায় আনারও দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টেও পাবলিক প্রমিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা ভার্চুয়াল কোর্টে সবাই অংশ নিচ্ছি। সরকার ও কোর্টের নির্দেশনের বাইেও আমরা কিছুই করছি না এবং তাদেও দাবির সাথেও আমরা একমত না।